# শিশুদের কথা বলার, মতামত দেওয়ার সুযোগ দিতে হবে

|  |  |
| --- | --- |
|  | **সমকাল প্রতিবেদক** |

  প্রকাশ: ৩১ ডিসেম্বর ২১ । ০০:০০

করোনার অভিঘাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শিশুরা। কিন্তু তারা নিজেদের সমস্যার কথা বলতে পারে না। তাদের বলার জায়গাগুলো কম। করোনা পরিস্থিতির উত্তরণ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে হলে শিশুদের কথাই সবার আগে শুনতে হবে। তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে। একইসঙ্গে শিশুদের পাঠ্যক্রমেও পরিবর্তন আনতে হবে। পড়া চাপিয়ে দেওয়ার বদলে শিশুদের কাছে সেটিকে উপভোগ্য করে তুলতে হবে।  
  
গতকাল অনলাইনে আয়োজিত 'শিশুদের মুখেই শুনি শিশুদের কথা' শীর্ষক মিডিয়া ডায়ালগে বক্তারা এসব কথা বলেন। সমকাল, চাইল্ড রাইটস অ্যাডভোকেসি কোয়ালিশন ইন বাংলাদেশ (ক্রাক) এবং আইন ও সালিশ কেন্দ্র যৌথভাবে এই ডায়ালগের আয়োজন করে। সমকালের সম্পাদকীয় বিভাগপ্রধান শেখ রোকনের সঞ্চালনায় এতে বক্তব্য দেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান নাসিমা বেগম, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের পরিচালক নীনা গোস্বামী, মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডা. হেলাল উদ্দিন আহমেদ, ওয়ার্ল্ডভিশন বাংলাদেশের অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড জাস্টিস ফর চিলড্রেনের ডেপুটি ডিরেক্টর নিশাত সুলতানা, এডুকো বাংলাদেশ পলিসি অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি ম্যানেজার হালিমা আক্তার, একশনএইড বাংলাদেশের চাইল্ড স্পন্সরশিপ ম্যানেজার মনিকা বিশ্বাস, আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) প্রজেক্ট কো-অর্ডিনেটর নুয়ারা শফিক দিশা প্রমুখ। এছাড়াও শিশু বক্তা হিসেবে আলোচনা করে যশোরের বাহাদুরপুর হাই স্কুলের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী সামান্তা ইসলাম সামিয়া, কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী তারিক মুস্তাফিজ, গাইবান্ধা সরকারি কলেজের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী কে এইচ খান রোহান, চাঁদপুরের এসএসসি পরীক্ষার্থী আঞ্জুমান আরা আকসা, শেরপুর সরকারি কলেজের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী তাসনিম রহমান রাইদা ও ঠাকুরগাঁওয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী ইশমিতা খালকো।  
  
শেখ রোকন বলেন, সমকাল সবসময়ই শিশুর অধিকার ও ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা ও তৎপরতার সঙ্গে জড়িত। শিশুবান্ধব বাংলাদেশ গড়ে তোলা সমকালের সম্পাদকীয় নীতির অংশ। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা ও সংগঠনের পাশাপাশি সংবাদমাধ্যমেরও বড় দায়িত্ব রয়েছে।  
  
রাশেদা কে চৌধুরী বলেন, আমরা শিশু-কিশোরদের পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু দিয়ে ভারাক্রান্ত করে ফেলছি। এরকম হলে সে পুঁথিগত বিদ্যাটাই ধারণ করবে, মানবিক মূল্যবোধটা তার মধ্যে নির্মাণ হবে না।  
  
নাসিমা বেগম বলেন, শিশুর অধিকার সবচেয়ে বড় মানবাধিকার, তাদের নিয়েই আমাদের ভবিষ্যৎ। আমি বলেছিলাম, শিশুদের চাহিদা অনুযায়ী শিশু একাডেমির বাজেট বাড়ানো হোক।  
  
ড. হেলাল উদ্দিন আহমেদ বলেন, শিশুদের বিকাশের ক্ষেত্রে শারীরিক বিকাশটাকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকি। অথচ তাদের যে ধারণাগত বিকাশ বলে একটি বিষয় রয়েছে বা সামাজিক ও আবেগীয় বিকাশ রয়েছে এবং তাদের নৈতিক চরিত্রের বিকাশ হওয়া উচিত, এসব বিষয়ে আমাদের অভিভাবকেরা উদাসীন থাকেন।  
  
মনিকা বিশ্বাস বলেন, বিশ্বের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে ৩৭ বিলিয়ন শিশু যে চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে গেছে, তা আমরা খুব সহজে মুছে ফেলতে পারব না। শিশুদের ভবিষ্যৎকে নিরাপদ করতে, দেশকে নিরাপদ রাখতে এখনই চিন্তাভাবনা শুরু করা উচিত।  
  
নীনা গোস্বামী বলেন, সংবিধানে নারী-পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলা আছে। অথচ মেয়ে শিশুদের বিয়ের বয়স ১৮ আর ছেলেদের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে ২১ বছর। ছেলেদের ক্ষেত্রে বয়সটা এমনভাবে ধরা হয়েছে যাতে সে স্নাতক ঠিকমতো পড়তে পারে।  
  
নিশাত সুলতানা বলেন, বাল্যবিয়ে প্রতিরোধে সচেতনতা তৈরির পাশাপাশি কেন বাল্যবিয়ে সংঘটিত হচ্ছে-এর মূল কারণ উদ্ঘাটন করতে হবে। অভিভাবকদের বোঝাতে হবে।